

14th July 2025

| | |
|--|---|
| The National Stock Exchange of India Limited Exchange Plaza, 5 th Floor Plot No. C/1, G Block Bandra Kurla Complex Bandra(E) Mumbai – 400 051 Code: EIHOTEL | BSE Limited Corporate Relationship Dept. 1 st Floor, New Trading Ring Rotunda Building Phiroze Jeejeebhoy Towers Dalal Street, Fort Mumbai – 400 001 Code: 500840 |
|--|---|

SUB: Newspaper Advertisement

Dear Sir / Madam,

Disclosure is given pursuant to Regulation 30 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (Listing Regulations), please find enclosed herewith a copy of newspaper advertisements regarding “Notice of 75th Annual General Meeting, E-voting, Remote E-voting and Record Date”. The advertisement was published on 14th July 2025 in the following newspapers:

- Business Standard (English - all editions) and;
- Ei-Samay (Bengali-Kolkata) (being the regional language newspaper of Kolkata, where the Company’s registered office is situated).

The above may be taken on record.

Thanking you,

Yours faithfully,
For **EIH Limited**

Lalit Kumar Sharma
Company Secretary

CIN: L55101WB1949PLC017981

Corporate Office: 7, Sham Nath Marg, Delhi – 110 054, India/ Telephone: +91 - 11- 2389 0505 /
Website: www.eihltd.com, Email: isdho@oberoigroup.com

Registered Office: N-806-A, 8th Floor, Diamond Heritage Building, 16, Strand Road, Fairley Place, Kolkata - 700001

EIH Limited

A MEMBER OF THE JSRHO GROUP
Registered Office: N-806-A, 8th Floor, Diamond Heritage Building,
 16, Strand Road, Fairley Place, Kolkata - 700001, West Bengal
Telephone: 91-33-22486751
Corporate Office: 7, Sham Nath Marg, Delhi - 110054
Telephone: 91-11-2389 0505
Website: www.eihltd.com, Email: isdho@jsrholgroup.com
CIN: L55101WB1949PLC017981

NOTICE OF 75TH ANNUAL GENERAL MEETING, E-VOTING, REMOTE E-VOTING AND RECORD DATE

In compliance with the various circulars issued by Ministry of Corporate Affairs and Securities Exchange Board of India and other provisions of the Companies Act, 2013 ("Act"), SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations"), the 75th Annual General Meeting ("AGM") of EIH Limited ("the Company") is scheduled to be held on **Wednesday, 06th August 2024** at 11:30 A.M. through Video Conferencing/ Other Audio Visual Means ("VC/OAVM") facility.

Dispatch of Annual Report and AGM Notice through e-mail

Shareholders are hereby informed that Central Depository Services Limited ("CDSL") for and on behalf of the Company, have e-mailed the Annual Report for the Financial Year 2024-25 along with the AGM Notice on Saturday, 12th July 2025 to all the Shareholders whose e-mail addresses are registered with the Company/depositories and whose name appear in the Company's Register of Members/ Beneficial Owners maintained by the depositories as on Friday, 04th July 2025. Additionally in accordance with the Regulation 36(1) (b) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company has also dispatched letter's to Members, whose E-mail address' are not registered with Company/ RTA/DP, providing weblink where the Annual report for the F.Y. 2024-25 can be accessed. The Notice and Annual Report are also available on the Company's website <https://www.eihltd.com/investors/annual-reports>, website of Stock Exchanges i.e. www.nseindia.com, www.bseindia.com and website of Central Depository Services Limited (CDSL) at www.evotingindia.com.

Details and Manner of e-voting

- The remote e-voting shall commence on Sunday, 03rd August 2025 at 10:00 A.M. and will end on Tuesday, 05th August 2025 at 5:00 P.M. The remote e-voting facility shall not be allowed beyond the said date and time. The Members who have cast their votes through remote e-voting prior to the AGM may attend the meeting but shall not be entitled to cast their vote again.
- The instructions for attending the AGM through VC/OAVM and manner of remote e-voting or e-voting during the AGM for members holding shares in dematerialised mode or physical form or who have not registered their email addresses, has been provided in the AGM Notice. Once the vote on a resolution is cast by the Member, he/she shall not be allowed to change it subsequently or cast the vote again.

Manner of registering / updating the e-mail addresses

- Shareholders holding shares in physical mode and have not registered/updated their e-mail addresses with the Company, may get the same registered /updated, by sending duly filled and signed Form ISR-1 which is available on the website of the Company at <https://www.eihltd.com/investor/investor-services-and-contact/> to the Company's RTA, MUFIS In-time India Private Limited at Nobel Heights, 1st floor, Plot no. NH-2 LSC, C-1, Block, Near Savitri Market Janakpuri, New Delhi - 110058 or to the Company at 7, Sham Nath Marg, Delhi - 110054.
- Shareholders holding shares in dematerialized mode may contact/ write to their Depository Participants to register/update their e-mail addresses.

Dividend Record Date & Cut-off date for e-voting

The record date for the purpose of payment of dividend and cut-off date for determining entitlement for e-voting is Wednesday, 30th July 2025. A person whose name is recorded in the Register of Members or Register of Beneficial Owners maintained by the Company/ Depositories as on cut-off date shall only be entitled to attend AGM, avail the facility of remote e-voting as well as e-voting at the AGM.

The Board of Directors of the Company has recommended a final dividend of Rs.1.50 (One rupee and Fifty paise only) per equity share of face value Rs. 2 each. The final dividend, if approved, by the Members in the ensuing AGM will be paid by 31st August 2025. Further, please refer to our e-mail communication dated 06th June 2025, to the Shareholders in respect of deduction of tax at source on payment of dividend under relevant provisions of the Income-Tax Act, 1961. Please provide necessary documents/information for claiming exemption from TDS on dividend to be paid for the Financial Year ended 31st March, 2025 on or before 31st July 2025.

Post-dispatch Acquisition of Shares

Any person, who acquires shares and become member of the Company after dispatch of the AGM Notice and holding shares as on cut-off date i.e. Wednesday, 30th July 2025 may get the login ID and password by sending an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com by mentioning Folio No./DP ID and Client ID. However, if you are already registered with NSDL for remote e-voting, then you can use existing user ID and password for casting vote.

Queries & Grievances

In case of any query/grievance in respect of non- receipt of Annual Report and AGM Notice through e-mail and e-voting, members may contact Mr. Rakesh Dalvi, Sr. Manager, (CDSL) Central Depository Services (India) Limited, A Wing, 29th Floor, Marathon Futurex, Marolli Mill Compound, N M Joshi Marg, Lower Panel (East), Mumbai - 400013 or send an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or call toll free no. 1800 21 09911 or write an email to the Company at isdho@jsrholgroup.com.

For EIH Limited

Date : 12th July, 2025
 Place: Delhi

Lalit Kumar Sharma
 Company Secretary

‘শুভারম্ভ’! বাঙালির হাত ধরে ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ শিবাজির কেল্লা

কুবলয় বন্দ্যোপাধ্যায়

‘জয় ভবানী’, ‘জয় শিবাজি মহারাজ’ — প্রায় সাড়ে তিনশো বছর ফের এমন ছদ্ম্বর মহারাষ্ট্রের শিবনেত্রি, রায়গড়, লোহগড়, পানহালা, সিদ্ধদুর্গ, বিজয়দুর্গ এবং সুবর্ণদুর্গে। ১৮ মাসের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফল পেলে আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার মহারাষ্ট্র সার্কেলের প্রত্নতত্ত্ববিদ ও কর্মীরা। প্যারিসে ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ কমিটির ৪৭তম অধিবেশনে ‘ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ’ তকমা পেল ‘মারাঠা মিলিটারি ল্যান্ডস্কেপ’। তালিকায় ছিল শিবাজির ১২টি দুর্গ। এর মধ্যে ১১টি দুর্গ মহারাষ্ট্রে এবং একটি তামিলনাড়ুতে। মহারাষ্ট্রে যে ১১টি দুর্গ এই তুচ্ছক পেরেছে, তাদের মধ্যে সাতটি দুর্গ রক্ষণাবেক্ষণের ভার ছিল আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া-র (এসআই) উপর। এই দলেরই নেতৃত্বে ছিলেন বাঙালি প্রত্নতত্ত্ববিদ শুভ মজুমদার। কয়েক বছর আগে তার নেতৃত্বেই রক্ষণাবেক্ষণ চলছিল বিশ্বভারতীর। ২০১৩-এ বিশ্বভারতীও ‘ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ’ তকমা পায়। দু’বছর আগে মধ্য ফের তার নেতৃত্বে কাজ চালিয়েই এমন আন্তর্জাতিক



এ ভাবেই রক্ষণাবেক্ষণের কাজ হয়েছিল শিবাজির এক কেল্লায়

স্বীকৃতি দেশের অন্য প্রান্তে।

বাঙালি প্রত্নতত্ত্ববিদের নেতৃত্বে রক্ষণাবেক্ষণের কাজ সম্পূর্ণ করার পর মহারাষ্ট্রের ১২টি কেল্লা যে ইউনেস্কোর দরবারে পৌঁছে গিয়েছিল — সে খবর গত বছর ২৪ অগস্ট প্রথম প্রকাশিত হয় এই সময় সংবাদপত্রে। তার বছর খোঁসার আগেই ‘শুভ’ সংবাদ এল প্যারিস থেকে। শুভ মজুমদারের কানে যখন

খবরটা আসে, তখন তিনি অবশ্য আর মহারাষ্ট্রে নেই — গুজরাতে হরদ্রা সভাভার সমসাময়িক একটি প্রদক্ষেপে কাজ করছেন। টানা ১৮ মাস কঠিন পরিশ্রম সফল হওয়ায় শুভ ‘এই সময়’-কে বলেন, ‘ওই সাতটা কেল্লার মধ্যে শিবাজির জন্মান্দান শিবনেত্রি, রায়গড়, লোহগড় এবং পানহালা কেল্লা হলো ‘হিল ফোর্ট’ বা পার্বত্য কেল্লা। সিদ্ধদুর্গ,

বিজয়দুর্গ ও সুবর্ণদুর্গ হলো ‘সি ফোর্ট’ বা সমুদ্রের উপর তৈরি কেল্লা। রক্ষণাবেক্ষণের কাজ বেশ কঠিন ছিল। অমিত শাহদের দেখেছি ‘জয় ভবানী’ এবং ‘জয় শিবাজি মহারাজ’ ধ্রনি আলাদা উৎসাহ দেয়।’ প্রায় সাড়ে তিনশো বছরের পুরোনো ওই কেল্লাগুলো মেরামতির জন্য পাহাড় ভাঙা বা সমুদ্র পাড়ির অভিজ্ঞতার পাশাপাশি শুভ বলেন, ‘পার্বত্য এলাকায় নানা জন্তুর আনাগোনা। আমাদের ক্রোড়-সার্কিট ক্যামেরায় ধরা পড়েছিল পতীর রাতে লিফট লেপার্ড তোকোর ছবি।’ এমন আড়ভেঙার-পূর্ণ রক্ষণাবেক্ষণই প্যারিসে ৫৯ মিনিট আলোচনার পরে সাফল্যের মুখ দেখলো মহারাষ্ট্রে তিনি ‘জাতীয় বীণা’ হিসেবে গণ্য হতেও শিবাজির প্রতি বাঙালির দুর্বলতা নতুন নয়। ইতিহাসবিদ যদুনাথ সরকারের গবেষণা থেকে শুরু করে শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের একাধিক উপন্যাস ও গল্প এবং রমেশচন্দ্র দত্তর ‘মহারাষ্ট্র জীবন কথা’ তারই প্রমাণ। এ বার ইতিহাস ও সাহিত্যের গভী ছাড়িয়ে প্রত্নতত্ত্বের দুনিয়ায় শিবাজির সঙ্গে নিজের পরিচয় রাখলে আরও কর্মসূচি করতে চলেছে।

এই রকম একটা আবহে তৃপ্তমূল ভবনে রবিবার জরুরি সাংবাদিক বৈঠক

বাঙালি নিগ্রহ, পথে মমতা

প্রথম পাতার পর



সমর্থন করেন, সে কথা মাথায় রেখে মোদী, অমিত শাহদের মধ্যে বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্বকে ঘনঘন বাংলায় নিয়ে আসার পরিকল্পনা রয়েছে পথ বিজয়ের। কিন্তু সেই বাঙালিকেই যে বিজেপি শাসিত একের পর এক রাজ্যে প্রতিদিন বাংলাদেশি অথবা বিদেশি হিসেবে চিহ্নিত করে হেনস্থা করা হচ্ছে, তা গোটা দেশের সামনে তুলে ধরতে মোদীর সফরের আগেই তোড়জোড় শুরু করেছে জোড়াফুল। অবশ্য শুধু তৃপ্তমূল নয়, বাঙালি-হেনস্থা ইস্যুতে কেন্দ্রের উপরে চাপ বাড়াতে চাইছে কংগ্রেসও। দেশের ওয়ার্ল্ড কমিটির সদস্য অধীর চৌধুরী ওডিশা, মহারাষ্ট্র, দিল্লি প্রভৃতি রাজ্যে বাঙালি পরিযায়ী শ্রমিকদের মুটক, নিগ্রহ, হেনস্থার ঘটনা নিয়ে রবিবার র‍াষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুকে চিঠি দিয়ে তার হস্তক্ষেপ চেয়েছেন। বাঙালিদের সন্দেহে ভিন রাজ্যে কর্মরত লক্ষ লক্ষ বাঙালি উইচ হাটের শিকার হচ্ছেন বলেও পর্যবেক্ষণ অধিবেশন। নরুশালপট্টী সংগঠন সিপিআইএমএল (লিবারেশন) আগামী ১৬ জুলাই কলকাতায় ওডিশা ভবনের সামনে বাঙালি হেনস্থার ইস্যুতে প্রতিবাদ কর্মসূচি করতে চলেছে।

এই রকম একটা আবহে তৃপ্তমূল ভবনে রবিবার জরুরি সাংবাদিক বৈঠক

করে দলের বইয়ান নেই। চম্টিমা ভট্টাচার্য বলেন, ‘বিজেপি শাসিত রাজ্যে বাংলা ভাষায় কথা বলা অপরোধ। বাংলা ভাষা, বাংলাভাষী, বাংলার মনীবীদেব অপমান করা হচ্ছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বারবার প্রতিবাদী হয়েছেন। তিনি কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে বারবার কথা বলেছেন। কলেজ স্কোয়ার

প্রতিনিধি বাংলাদেশি হিসেবে চিহ্নিত করে হেনস্থা করা হচ্ছে, তা গোটা দেশের সামনে তুলে ধরতে মোদীর সফরের আগেই তোড়জোড় শুরু করেছে জোড়াফুল

থেকে ডেরিমা ক্রনিং পর্যন্ত প্রতিবাদের কণ্ঠস্বর নিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই মিছিলকে নেতৃত্ব দেবেন। যদিও তৃপ্তমূলনৌর বিরুদ্ধেই বিবেধ ছড়ানোর বিন্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা থেকে জল সরবরাহ বন্ধ করে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। মোদী সরকারের উদ্দেশ্যে সাংবাদিক বলেন, ‘বাংলায় কথা বলার জন্য এই পরিযায়ী শ্রমিকদের বাংলাদেশি, বিদেশি, অবৈধ বাসিন্দা হিসেবে নিগ্রহ করা বন্ধ করুন।’

ঘটনাক্রমে কোচবিহারের দিনহাটার উত্তম ব্রজবাসীরা মতো ওই জেলার সারক ও এক বাঙালিকে অখম সরকার অনুপ্রবেশকারী হিসেবে চিহ্নিত করেছে বলে এ দিন নতুন অভিযোগ তুলেছে তৃপ্তমূল। তিনি হলেন কোচবিহারের বল্লিরহাটের বাসিন্দা আরতি ঘোষ। আরতি অসমের এক বাসিন্দাকে (বাঙালি) বিয়ে করে অসমের থাকছিলেন। পর্যাপ্ত নথি না-দেওয়ার অন্যআরশি তালিকা থেকে তার নাম বাদ পড়েছিল। তারপর থেকে আরতি অসম ছেড়ে কোচবিহারে বাপের বাড়িতে এসে থাকতে বাধ্য হয়েছেন। এই মামলার তুলে এগু হ্যাডলে তৃপ্তমূলের রাজ্যভাভার সাসদে সামরিক ইন্সটাল লিখেছেন, ‘আরতির মতো এক হিন্দু কন্যা কেন এই অপমানের মুখে পড়বেন? কেন বিখপির বর নীতির শিকার হয়েছেন? অসমের কাউকে (বাঙালি) বাংলার কোনও মেয়ের বিয়ে করা কি অপরাধ?’ দিল্লির বসন্তকুন্ডের জয়হিল কলোনিতে উচ্ছেদের মুখে পড়া বাঙালিদের পাশে দাঁড়িয়েছেন সুখেন্দ্রেশ্বর রায়, সাংবাদিক ঘোষ, সাকতে গোপালের মতো জোড়াফুল সাংসদরা। বাংলাদেশি সন্দেহে জয়হিল কলোনির বাঙালি বাসিন্দাদের বিন্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা থেকে জল সরবরাহ বন্ধ করে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। মোদী সরকারের উদ্দেশ্যে সাংবাদিক বলেন, ‘বাংলায় কথা বলার জন্য এই পরিযায়ী শ্রমিকদের বাংলাদেশি, বিদেশি, অবৈধ বাসিন্দা হিসেবে নিগ্রহ করা বন্ধ করুন।’

সমাবর্তন প্রাণী বিশ্ববিদ্যালয়ে

এই সময়: সাত বছর পর অবশেষে সমাবর্তন হতে চলেছে কেলগাছির রাজ্য প্রাণী ও মৎস্যবিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয়। ৭ অগস্ট সন্ধ্যায় দিনক্ষণ ঠিক হয়েছে। ১৮৯৯ সালে তৈরি হওয়া বেঙ্গল ভেটেরিনারি কলেজের এই ঐতিহ্যময় ক্যাম্পাসে শেষ বার সমাবর্তন হয়েছিল ২০১৮-য়। প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন দপ্তরের অধীন এই বিশ্ববিদ্যালয়ে তাই ডিগ্রিপ্রাপক পত্ন্যরায়ের মধ্যে এখন ভালোই উৎসাহ-উদ্দীপনা দেখা যাচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার পার্থ দাস জানান, আচার্য তথা রাজ্যপালের অফিসের সম্মতিক্রমে ১৩তম সমাবর্তন হচ্ছে ৭ অগস্ট। উপাচার্য তীর্থকুমার দত্ত জানান, এখনও পর্যন্ত ঠিক হয়েছে, সমাবর্তন অনুষ্ঠানে রাজ্যপাল সিনি় আনন্দ বোসই পৌরহিত্য করবেন। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন এগ্রিকালচারাল সায়েন্সিস্ট রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের চেয়ারম্যান সঞ্জয় সিং। প্রায় ১ হাজার ৩০০ পত্ন্যর ভেটেরিনারি সাসেন্স অ্যান্ড অ্যানিম্যাল হাস্যাবাস্ত্রি, ডেয়ারি টেকনোলজি ও ফিশারি সায়েন্সেসে স্নাতক, স্নাতকোত্তর ও পিএইচডি ডিগ্রি এবং লাইফ সায়েন্স পিএইচডি ডিগ্রি পাবেন বলেই জানান পরীক্ষা নিয়মক সূত্রমিত চৌধুরী। সমাবর্তন অনুষ্ঠানে বিভিন্ন বিয়ে কৃতি পত্ন্যরায়ের হাতে মেডেল ও সার্টিফিকেট তুলে দেওয়া হবে।

জোড়াফুল নেতা খুন, নেপথ্যে রাজনীতি?

প্রথম পাতার পর

বাড়ি থেকে প্রায় পাঁচশো মিটার দূরে রাস্তার ধারে পীুষের গুলিবর্ষ দেহ পড়ে থাকতে দেখা যায়। পাশে পড়েছিল তার বাইকটিও। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের অনুমান, দৃষ্টতীরা খুব কাজ থেকে তার মাথাপি পিছনে গুলি করে। পীুষের কপাল ভেদ করে গুলি বেরিয়ে যায়। ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়।

পীুষের স্ত্রী কৃষ্ণা রবিবার বলেন, ‘লোকে আপদে বিপদে পড়ে ডাকলেই ও বাড়ি থেকে এ ভাবে বেরিয়ে যেত। সে রকমই কোনও একটা ফোন এসেছিল শনিবার রাতে। রাত ১২টা নাগাদ মোটরবাইক নিয়ে ও বেরিয়ে যায়। গভীর রাতে ফোন পাই, ও গুলিবর্ষ হয়ে পড়ে রয়েছে। আমার বড় ছেলে সেবরাজ এবং স্বামীর এক বন্ধু ওকে তুলে বোলপুর মহকুমা হাসপাতালে পান। রাজনীতি করার জন্যই খুন হতে হলো ওকে।’ কামায় ভেঙে পড়ে তার মনোবৈজ্ঞান, ‘কতবার রাজনীতি ছেড়ে দিতে বলেছি। ও শোনেনি। সুনলে আজ এই সর্বনাশ হতে না।’ কেন রাজনীতির জন্য খুন হতে হলো, কাজ বা খুন কলন — তা অবশ্য খেলসা করেননি তিনি। তার জা সুলেখা ঘোষের কথায়, ‘অঙ্কন সভাপতিত্ব পদ থেকে সরিয়ে দেওয়ার জন্যই ওকে খুন করা হয়েছে। বছর থাকে আপদে বাড়ির দরজাটি চিরকুট সটিানো হয়েছিল। তাতে লেখা ছিল,

তুই বাড়ি থেকে বেরোবি না। বেরোলে বিপদ আছে। হুমকিও দেওয়া দিয়ে।’ তবে কারা সেই চিরকুট সটিিয়ে দেয়? গিয়েছিল, কোরিই বা হুমকি দিতো — তা তিনি স্পষ্ট করেননি। পুলিশ সূত্রের খবর, যে জায়গায় পীুষের দেহটি পড়েছিল, তার অদূরে একটি বাড়িতে থাকেন এক বিধবা তরুণী ও তার মা। তাদের বাড়িতে মাঝেমাঝে পীুষের যাওয়া-আসা ছিল। তরুণীর মা পুলিশকে জানিয়েছেন, তার মেয়ে পীুষকে কমানা বলে সতর্কান করতেন। কিছু বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পের সাহায্য চেয়ে অনুরোধও করেছিলেন পীুষকে। শনিবার রাতেও ওই তরুণীর সঙ্গে পীুষের ফোনে কথা হয়েছিল বলে পুলিশ জানতে পেরেছে। তরুণীর মা পুলিশকে জানিয়েছেন, পীুষ তারদের বাড়িতেই এসেছিলেন রাতে। রাত ২টা নাগাদ সেখান থেকে বেরে হন। তারপরেই তাঁকে কেউ গুলি করে। পুলিশ সূত্রের খবর, তরুণী জানিয়েছেন, পীুষকে তিনি ফোন করেননি। বরং পীুষই তাঁকে ফোন করে রাতে বাড়িতে এসেছিলেন। তিনি সেখান থেকে বেরানোর পরে গুলি চলার মতো একটা শব্দ পান না-মেয়ে। তখনই জানালা খুলে তারা পীুষকে রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখেন। ওই তরুণীই পীুষের বাড়িতে ফোন করে খবর জানে। পুলিশের কাছে তার দাবি,

আততায়ী ছিল সব্বত একজনই। পীুষের বেরানোর জন্যই যেন সে ওত পেতে ছিল। তবে অন্ধকারে তিনি আততায়ীকে চিনতে পারেননি। পুলিশ জানিয়েছে, নিতে তৃপ্তমূল নেতার মোবাইল ফোনটি উদ্ধার করা হয়েছে। তার কল রেকর্ড খতিয়ে দেখা হচ্ছে। পাশাপাশি ওই তরুণী ও তার মাকে জিজ্ঞাসাবাদও করা হচ্ছে। তনতকারী অফিসাররা জানতে পেরেছেন, নিহত ব্যক্তি বালির ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। সেই ব্যবসায়িক মানা বলে সতর্কান করতেন। কিছু বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পের সাহায্য চেয়ে অনুরোধও করেছিলেন পীুষকে। শনিবার রাতেও ওই তরুণীর সঙ্গে পীুষের ফোনে কথা হয়েছিল বলে পুলিশ জানতে পেরেছে। তরুণীর মা পুলিশকে জানিয়েছেন, পীুষ তারদের বাড়িতেই এসেছিলেন রাতে। রাত ২টা নাগাদ সেখান থেকে বেরে হন। তারপরেই তাঁকে কেউ গুলি করে। পুলিশ সূত্রের খবর, তরুণী জানিয়েছেন, পীুষকে তিনি ফোন করেননি। বরং পীুষই তাঁকে ফোন করে রাতে বাড়িতে এসেছিলেন। তিনি সেখান থেকে বেরানোর পরে গুলি চলার মতো একটা শব্দ পান না-মেয়ে। তখনই জানালা খুলে তারা পীুষকে রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখেন। ওই তরুণীই পীুষের বাড়িতে ফোন করে খবর জানে। পুলিশের কাছে তার দাবি,

আলফার উপরে সার্জিক্যাল স্ট্রাইক

প্রথম পাতার পর

নিহত হয়েছেন বলে দাবি করেছে আলফা। তাদের দাবি, নয়নের শেষকৃত্য চলার সময়ে ওই ক্যাম্পেই মিসাইল হামলায় গণশ ও প্রদীপ নিহত হন। এই হামলায় তাদের অন্তত ১৯ জন কাতার আহত হয়েছেন বলে দাবি পেরেশ বরুয়া নেতৃত্বাধীন এই সংগঠনের।

আলফার হয়ে এই বিবৃতি দুটি দিয়েছেন আলফার স্বেচ্ছাসিদ্ধ সেকেন্ড লেফটেন্যান্ট ঈশান অসম। তিনি বলেন, ‘নয়ন অসমের শেষকৃত্য হয়ে গিয়েছে। কিন্তু তার শেষকৃত্য চলার সময়ে ওই ক্যাম্পেই মিসাইল হামলা করা হয়েছিল। নাকি ওই তরুণীর বাড়ির কাছাকাছি কাউকে সাদা কাপড় পরে রাতে ঘুরে বেড়াতে দেখা যেত। সেটা কি আততায়ী খুনের আগে ঘটনাস্থল রেকি করার জন্য ঘুরে বেড়াতে, নাকি এর পিছনে অন্য কোনও রকম আছে, তা পুলিশ জানার চেষ্টা করছে। তবে সম্পর্কের টানাপড়েনের জন্য খুন কি না, সেই বিষয়টিও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। স্থানীয় তৃপ্তমূল বিধায়ক অভিভূত সিংহ অবশ্য রাজনীতির প্রসঙ্গ এড়িয়ে গিয়ে বলেন, ‘পুরোটি তদন্তসময়ক বাপার। রাজনীতি আছে কী নেই, তা পুলিশ তদন্তের পরেই জানা যাবে। তবে প্রাথমিক ভাবে দৃষ্টতীরের কাজ বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে।’

গঙ্গায় তলিয়ে যাওয়া ৬ কিশোর উদ্ধার

এই সময়: আর একই হলেই পঙ্গায় তলিয়ে যেতে হয় কিশোর। পুলিশে তৎপরতায় শেষমেশ প্রাপ্তে ভেঁচে পেল তারা। রবিবার দুপুর আড়াইটে নাগাদ বিচালি ঘাটে পঙ্গায় খুন করতে গিয়েছিল ওই ছয় কিশোর। তখন হঠাৎ নদীতে জলোচ্ছাস হওয়ার তাদের মধ্যে একজন তলিয়ে যায়। তাকে উদ্ধার করতে বাপিয়ে পড়ে সঙ্গে আসা পাঁচ বন্ধু। ঘটনাটি দেখতে পেয়ে রিভার ট্রাফিক পুলিশ এবং পশ্চিম বন্দর থানার পুলিশকে

খবর দেন স্থানীয় বাসিন্দারা। শেষ পর্যন্ত সকলকেই উদ্ধার করে পুলিশ। পরে তাদের পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়।

বিচালি ঘাট

পুলিশ সূত্রে খবর, বছর চোদ্দার এক কিশোর প্রধমে তলিয়ে গিয়েছিল। তাঁকে নদী থেকে উদ্ধারের চেষ্টা করে পাঁচ বন্ধু। কিন্তু, জলোচ্ছাসের কারণে তারা নদীতে

তলিয়ে যেতে থাকে। ঘটনাটি দেখছে পেয়ে রিভার ট্রাফিক পুলিশে খবর দেন স্থানীয়রা। এক এসএসআই-এর তৎপরতায় তাদের উদ্ধারে চেষ্টা শুরু হয়। উদ্ধার হওয়া কিশোরদের মধ্যে ১৪ থেকে ১৭ বছরের মধ্যে। সকলেই মেটিয়াবুরুজ এবং গাওঁদেবিরদের বাসিন্দা। স্থানীয়দের বক্তব্য, একটি দেরি হলেই ভয়াবহ দুর্ঘটনা ঘটে যেত। পুলিশের তৎপরতায় এ যাত্রায় রক্ষা পেল ওই ছয় কিশোর।

কলকাতায় তৈরি হবে বাঙ্কার বাস্টারও!

প্রথম পাতার পর

বা বাঙ্কার বাস্টার বানাতে কেন কলকাতার ধারস্থ হলো? জানা গিয়েছে, পশ্চিম এশিয়ায় যুদ্ধের আবহে পঞ্জা, লেবানন, ইজরায়েল, ইরান-সহ বহু দেশ মিসাইল-ড্রোন হানা থেকে বাঁচতে বাঙ্কার তৈরি করেছে। ফলে, যাদের বাঙ্কার তৈরি করেছে আক্রমণের অস্ত্র থাকবে, তারা এগিয়ে থাকবে অনেকটাই। আমেরিকার দাবি, তাদের বাঙ্কার বাস্টার অনেকটাই ক্ষতি করেছে ইরানি পরমাণু সম্বন্ধকরণ কেন্দ্র বা নিউক্লিয়ার এনরিচমেন্ট প্লান্টে।

প্রযুক্তির জন্য সারা বিশ্বে সমাদৃত ইজরায়েল। তবে, বাঙ্কার ভেদ করে আক্রমণ হানার জন্য বোমার শক্তিশালী খোল বানানোর করিকুরি জানা নেই তাদের। তাই শক্ত সৈন্যের যৌক্তিক কয়েত শুরু করে নেতানিয়াহ সরকার। উঠে আসে তিনটি দেশের গোলা, ব্রাজিল, ইউকে এবং ভারত। সুতরাং দাবি, ইজরায়েল সেনা যৌক্তিক করে জানতে পারে, ভারতের কলকাতা শহরের ইছাপুরে থাকা এমএসএফ-ই নাকি এ কাজে সবচেয়ে পারদর্শী।

কূটনৈতিক পথে অর্ড্যান্স ফ্যাক্টরির অধীনে এমএসএফ-এর সঙ্গে যোগাযোগ করে ইজরায়েল প্রথমে স্পেসিফিকেশন দিয়ে জানায়, কতটা শক্তিশালী খোল তারা চাইছে। সেই স্পেসিফেশন খোল বানিয়ে রাখা হয়েছিল ইছাপুরে। ১৭ স্পেসিফের এসে তাই পরীক্ষা করে নান ইজরায়েল সেনা অফিসাররা। বিশেষজ্ঞরা জানাচ্ছেন, ১৮৭২ থেকেই অত্যন্ত দক্ষতা সঙ্গে পোনা-গুলি, কামান, বন্দুকের খোল বানিয়ে আসছে এমএসএল। আগে তারা ছিল পূর্ণাঙ্গ গুলি গার্ড শেল ফ্যাক্টরির অধীনে। ১৯২০ থেকে সরাসরি অর্ড্যান্স ফ্যাক্টরির অধীনে চলে আসে এটি।

এই সময়: তিন কোটি টাকার মাদক-সহ রাজ্য পুলিশের এসজিওফের হাতে মালদা থেকে গ্রেপ্তার হলো তিন মাদক পাচারকারী। যুতদের নাম আলু বাবুদৈ, মামুন আনামি, মহম্মদ ইয়াসিন শেখ। যুতেরা মালদহের কলিচাকের বাসিন্দা। শনিবার মালদহের ফরাসার পিটিএস মোড়ে অভিযান চালায় এসজিওফ। সেখানে তাম্রাশি করে গ্রেপ্তার করা হয় তিন অভিযুক্তকে। ৩.১ কেজি হেরোইন বাজেয়াপ্ত করেন পোলেদাররা। নর্থ ইস্টে ডিমাপুর থেকে ফরাফা থেকে আনাছিল।

যার আনুমানিক বাজার মূল্য ৩ কোটি টাকা। এই চক্রের আর করা জড়িত তা জানার চেষ্টা করছে পোলেদাররা।

তিন কোটির মাদক, ধৃত ৩

এই সময়: তিন কোটি টাকার মাদক-সহ রাজ্য পুলিশের এসজিওফের হাতে মালদা থেকে গ্রেপ্তার হলো তিন মাদক পাচারকারী। যুতদের নাম আলু বাবুদৈ, মামুন আনামি, মহম্মদ ইয়াসিন শেখ। যুতেরা মালদহের কলিচাকের বাসিন্দা। শনিবার মালদহের ফরাসার পিটিএস মোড়ে অভিযান চালায় এসজিওফ। সেখানে তাম্রাশি করে গ্রেপ্তার করা হয় তিন অভিযুক্তকে। ৩.১ কেজি হেরোইন বাজেয়াপ্ত করেন পোলেদাররা। নর্থ ইস্টে ডিমাপুর থেকে ফরাফা থেকে আনাছিল।

যার আনুমানিক বাজার মূল্য ৩ কোটি টাকা। এই চক্রের আর করা জড়িত তা জানার চেষ্টা করছে পোলেদাররা।

জগন্নাথের ঐতিহ্য ভাঙছে কারা?

প্রথম পাতার পর

ইসকনেরও দাবি, তারা আইনি লড়াইয়ের জন্য তৈরি। পুরীর জগন্নাথ মন্দিরের প্রধান সেবায়োতের ময়দাগ্রাণ্ড দিবসিহে এ দিন বলেন, ‘বছরের নানা সময়ে ইসকন-এর তরফে রথযাত্রা বা সন্ন্যাসী পালন করা হয়। ওরা দিয়ার মন্দিরকে জগন্নাথ ধাম তকমা দিয়ে দিল। এ সব নিয়ে দুনিয়াভেড়ে জগন্নাথ ভক্তরা রীতিমতো উত্ত্বিগ্ন এবং চিড়িত। এ সব আমাদের পবিত্র ঐতিহ্য এবং ঐতিহ্যের পরিপন্থী।’ তার দাবি, ইসকন তাদের কথা শুনে শেষ পর্যন্ত ঐতিহ্য মেনে সন্ন্যাসীরা ও রথযাত্রা করতে রাজি হয়েছে। বইও দিবসিহের কথায়, ‘ভারতের বিভিন্ন রথযাত্রার ক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের উৎসব পালন চলছে। আমরা মায়াপুর কর্তৃপক্ষের নজরে এটা এনেছি।’ তবে দিবসিহের যাবতীয় দাবি

খারিজ করে রায়চন্দ্র দাস বলেন, ‘আগে পুরী আর বাংলার বাইরে রথযাত্রা হতো না। আমরা এসে রথযাত্রা প্রথমে দুটি দেশে, তার পরে গোটা পৃথিবীতে ছড়িয়ে দিই। এখন পৃথিবী জুড়ে তার হাজারের বেশি রথযাত্রা উৎসব করে আমরা। জগন্নাথকে আমরা ভক্তদের কাছে নিয়ে গিয়েছি।’ তার পাশা যুক্তি, ‘পৃথিবীতে সর্বত্র দিন বা রাত একসময়ে হয়। ফলে এখানকার সময়ের সঙ্গে তো হেরফের থাকবে। এই ধরনের কথাবার্তা বলা তো ছেলেমানুষি।’

অন্য দিকে দিগ্বা কর্তৃপক্ষের দিকে আঙুল তুলে দিবসিহে বলেন, ‘মায়াপুর কর্তৃপক্ষকে যথাযথ উদোগে রাখতে হবে। নইলে আমাদের অন্য রীতি দেখা ছাড়া উপায় নেই। জগন্নাথ ট্রাফিশন বাঁচাতে আমরা যত দূর সম্ভব যাচ্ছি। যে ভাবে দিয়ার জগন্নাথের ঐতিহ্য খর্ব করা হচ্ছে, তা আটকাতে হবে।’ দিবসিহে বলেন, ‘পুরী, যোশী মঠ, বহীনাথের শ্বরচার্যরা স্পষ্ট বলে

দিয়েছেন, পুরীর জগন্নাথ মন্দির ছাড়া আর কোনও জায়গাকে জগন্নাথ ধাম বলা যাবে না। মুক্তি মণ্ডপ পণ্ডিত সভাও সে কথা জানিয়েছে। কিন্তু পুরীর রীতি, ঐতিহ্য এবং ট্রাফিশন তুলে কী ভাবে দিয়ার মন্দিরকে জগন্নাথ ধাম বলা হলো? ওরা তো কোনও রীতি, ঐতিহ্যই মানছেন না।’

পাশা জগন্নাথ রায়চন্দ্র এ বছরের রথযাত্রার প্রসঙ্গ তুলে আনেন — ‘এ বছর কী হলো? যখন আদানি এলেন, তখন রথের ঢাকা গড়তে শুরু করল। দ্বিতীয়ত, পুরীতে নিয়ম রয়েছে, সূর্যোস্ত পেরে রথের ঢাকা ধামিয়ে দিতে হবে। আর ওঁরা রাত আটটার সময়ে সন্ধ্যার আরা সূর্য্যাস্ত রথ নিয়ে গেলেন।’ তাই কোনও ঐতিহ্য রক্ষার নমনাই।’ তার আরও বক্তব্য, ‘প্রথমত, আমরা শ্বরচার্যদের পক্ষে চলি না। আমাদের পথ আলাদা। আর দ্বিতীয়ত, দিবসিহে দেবের বাড়ির নামেই ধাম শব্দটা রয়েছে। আগে উনি ওটা সরান। তার পরে আলোচনা করা যাবে।’

শ্রেণী ইকুইপমেন্ট ফিন্যান্স লিমিটেড

সিআইএন: U70101WB2006PLC109898
ওয়েবসাইট: www.srei.co.in; ই-মেইল: sreil@srei.com
নিবন্ধিত কার্যালয়: ‘পিক্সার’, ৬৬টি, তলিনী মোড় (দক্ষিণ), কলকাতা- ৭০০০৪৬
প্রধান কার্যালয়: গিট না ওয়াই-১০, রক সিটি, সেন্ট্রাল, ৬৬টি মোড় সিটি, কলকাতা- ৭০০০১১

দখলদার বিজ্ঞপ্তি
(খার সসপার্টের জন্য)

সিআইএন: U70101WB2006PLC109898
ওয়েবসাইট: www.srei.co.in; ই-মেইল: sreil@srei.com
নিবন্ধিত কার্যালয়: ‘পিক্সার’, ৬৬টি, তলিনী মোড় (দক্ষিণ), কলকাতা- ৭০০০৪৬
প্রধান কার্যালয়: গিট না ওয়াই-১০, রক সিটি, সেন্ট্রাল, ৬৬টি মোড় সিটি, কলকাতা- ৭০০০১১

দখলদার বিজ্ঞপ্তি
(খার সসপার্টের জন্য)

সিআইএন: U70101WB2006PLC109898
ওয়েবসাইট: www.srei.co.in; ই-মেইল: sreil@srei.com
নিবন্ধিত কার্যালয়: ‘পিক্সার’, ৬৬টি, তলিনী মোড় (দক্ষিণ), কলকাতা- ৭০০০৪৬
প্রধান কার্যালয়: গিট না ওয়াই-১০, রক সিটি, সেন্ট্রাল, ৬৬টি মোড় সিটি, কলকাতা- ৭০০০১১

দখলদার বিজ্ঞপ্তি
(খার সসপার্টের জন্য)

শ্রেণী ইকুইপমেন্ট ফিন্যান্স লিমিটেড

সিআইএন: U70101WB2006PLC109898
ওয়েবসাইট: www.srei.co.in; ই-মেইল: sreil@srei.com
নিবন্ধিত কার্যালয়: ‘পিক্সার’, ৬৬টি, তলিনী মোড় (দক্ষিণ), কলকাতা- ৭০০০৪৬
প্রধান কার্যালয়: গিট না ওয়াই-১০, রক সিটি, সেন্ট্রাল, ৬৬টি মোড় সিটি, কলকাতা- ৭০০০১১

দখলদার বিজ্ঞপ্তি
(খার সসপার্টের জন্য)

সিআইএন: U70101WB2006PLC109898
ওয়েবসাইট: www.srei.co.in; ই-মেইল: sreil@srei.com
নিবন্ধিত কার্যালয়: ‘পিক্সার’, ৬৬টি, তলিনী মোড় (দক্ষিণ), কলকাতা- ৭০০০৪৬
প্রধান কার্যালয়: গিট না ওয়াই-১০, রক সিটি, সেন্ট্রাল, ৬৬টি মোড় সিটি, কলকাতা- ৭০০০১১

দখলদার বিজ্ঞপ্তি
(খার সসপার্টের জন্য)

সিআইএন: U70101WB2006PLC109898
ওয়েবসাইট: www.srei.co.in; ই-মেইল: sreil@srei.com
নিবন্ধিত কার্যালয়: ‘পিক্সার’, ৬৬টি, তলিনী মোড় (দক্ষিণ), কলকাতা- ৭০০০৪৬
প্রধান কার্যালয়: গিট না ওয়াই-১০, রক সিটি, সেন্ট্রাল, ৬৬টি মোড় সিটি, কলকাতা- ৭০০০১১

দখলদার বিজ্ঞপ্তি
(খার সসপার্টের জন্য)